নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির "ইন্টারনেট সপ্তাহ"

কামাল আরসালান

দেশে ইন্টারনেট প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে (১৮ই সেপ্টেম্বর - ২৪শে সেপ্টেম্বর) নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে দেশের দ্বিতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ পালিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ বছরের প্রথমদিকে (২৪ জানুয়ারি - ৩১ জানুয়ারি) কমপিউটার জগৎ-এর ব্যবস্থাপনায় দেশের প্রথম ইন্টানেট সপ্তাহ পালিত হয়েছিল। এই দুটো ইন্টারনেট সপ্তাহেরই দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কমপিউটার জগৎ যখন তাদের ইন্টারনেট সপ্তাহ পালন করে দেশে তখনও অন-লাইন ইন্টারনেট সার্ভিস চালু হয় নি। কিন্তু ঐ সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সরকারের কাছে দাবীর প্রেক্ষিতেই দেশে পরবর্তীতে অল্প সময়ের মধ্যে অন-লাইন ইন্টারনেট সার্ভিস চালু হওয়ার পথ সুগম হয়েছিল।

অন্যদিকে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় যখন ইন্টারনেট সপ্তাহ পালন করল তখন দেশে অন-লাইন ইন্টারনেট সার্ভিস চালু হয়েছে। দেশের এই নতুন প্রেক্ষাপটে এই ইন্টারেনেট সপ্তাহের মূল লক্ষ্য ছিল কি ভাবে ইন্টারনেটকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায় এবং দেশে এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে বর্তমানে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলো নির্ধারণ করে এ সমস্যাগুলোর সমাধানে উদ্যোগী হওয়া।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট সপ্তাহের উদ্বোধন করেন ডাক ও তার মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দেশে তথ্য আদান-প্রদানসহ সব ধরনের আধুনিক টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস দেন।

নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইন্টারনেট সপ্তাহ"-র প্রথম দিনের সেমিনারে বক্তা ছিলেন এটি এণ্ড টি লুসেন্ট বেল ল্যাবের ডক্টর মাসুম হাসান। বাংলাদেশে একটা আন্তর্দেশীয় শিক্ষামূলক নেটওয়ার্ক চালু করার গুরুত্ব আরোপ করে তিনি ঐ প্রস্তাবিত নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ইন্টারনেট সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে সকালে ও বিকালে দুটো ইন্টারনেট বিষয়ক ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণকারীরা ইন্টারনেট সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা ছাড়াও অন-লাইন যোগাযোগের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্চ, ওয়েব পেজ, ফাইল ট্রান্সফার প্রোটকল (এফটিপি) ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে ইন্টারনেট বিষয়ক ওয়ার্কসপ ছাড়াও একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বক্তা ছিলেন নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সেন্টারের পরিচালক আবীর কাশেম। তার সেমিনারের মূল বিষয় ছিল দেশে শিক্ষা নেটওয়ার্ক চালু করার সম্ভাব্যতা যাচাই।

আলোচ্য সপ্তাহের চতুর্থদিনই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দিন দেশের তিনট সার্ভিস প্রোভাইডার- ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিঃ (আইএসএন), অগ্নি সিস্টেমস লিঃ এবং কায়েফনেট সার্ভিসেস গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আইএসএনএর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ সাইয়েদুল হকের একটা গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান হয়।

আলোচ্য বক্তব্যে যে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখ্য হল দেশে ই-মেইল প্রযুক্তির বিকাশের বর্ণনা, ভিস্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযোগের ব্যবস্থাপনা, বর্তমানে আইএসএন যেসব ইন্টারনেট সার্ভিস দিচ্ছে তার বিবরণ, দেশে ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবস্থার অগ্রগতির পথে বিরাজমান সমস্যাবলীর আলোচনা, বাংলাদেশে ইন্টারনেট সার্ভিসের ভবিষ্যৎ এবং সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কিছু পরামর্শ।

দেশে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডাররা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়েছেন সে সম্পর্কে ডঃ হক উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশ ইন্টারনেটের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত না হওয়ার ফলে একজন স্থানীয় সার্ভিস প্রোভাইডার বাধ্য হচ্ছে অন্য দেশের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের সাহায্য গ্রহণ করতে। আইএসএন হংকংয়ের সুপারনেটের মাধ্যমে এবং গ্রামীণ সাইবার নেট সিংগাপুরের সিংনেটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। উপরন্তু বাংলাদেশ টিএণ্ডটি বোর্ড পাকিস্তানের পাক ডাটাকমের সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশী ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের ভিস্যাট সরবরাহ করার জন্য। এর ফলে হংকং টেলিকম কর্তৃক আইএসএনকে প্রদত্ত হাফ সার্কিট সুবিধার ফি দেওয়ার দায়িত্ব পাক-ডাটাকমের। আইএসএন ভিস্যাটের ভাড়া বিটিটিবিকে পরিশোধ করে, বিটিটিবি পাক-ডাটাকমকে চুক্তি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করে। এখন যদি পাক ডাটাকম হংকং টেলিকমকে টাকা পরিশোধে বিলম্ব করে তবে আইএসএন সমস্যার পড়ে যাবে এবং তার সার্ভিস প্রদানে বিঘ্ন ঘটবে। একই অবস্থা গ্রামীণ সাইবার নেটেরও। টিএণ্ডটি যদি স্থানীয় সার্ভিস প্রোভাইডারদেরকে নিজস্ব ভিস্যাট স্থাপনের সুযোগ দিয়ে দেয় তবে এই সমস্যার সমাধান হবে। ডঃ হক আরও উল্লেখ করেছেন যে ইন্টারনেটের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সংযোগ না থাকায় একদিকে যেমন তথ্য আদান-প্রদানের গতি বিশ্ব মানের হবে না এবং খরচও বেশি পড়ছে তেমনি আমাদের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে গ্রামীণ সাইবারনেট সিংগাপুরের সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দিচ্ছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সিংগাপুর সরকার তাদের দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে গ্রামীণ সাইবারনেটের বাংলাদেশী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরাও ঐ বিধিনিষেধের সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষমতা শুধু বাংলাদেশ সরকারের। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কিছুই করার থাকবে না।

দেশে ইন্টারনেটের ভবিষ্যত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ হক উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশ সবেমাত্র ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে প্রবেশ করল। তাই ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহারকারীদের সংখ্যা খুবই কম। প্রথমদিকে এই ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ৩,০০০ মধ্যে সীমিত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে আগামীতে এই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দেশে ইন্টারনেট প্রযুক্তির বিকাশে দুটো প্রধান সমস্যা হল কমপিউটার সাক্ষরতার অত্যন্ত নিম্ন হার এবং এই সার্ভিস ব্যবহারের উচ্চ হার। তিনি ৩৫ এবং এর উর্ধ্বের বয়স্কদের লক্ষ্য করে বলেন যে এরাই বর্তমানে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। তাই এদের মধ্যে কমপিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির সুবিধাগুলো তুলে ধরতে সক্ষম হলে তবে এখানে ইন্টারনেট সার্ভিসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

ইন্টারনেটের সার্ভিস চার্জ সম্পর্কে তিনি জানান, উন্নত দেশগুলোতে এমনকি ভারতেও আমাদের চেয়ে এই চার্জ কম ধরা হয়। বিটিএণ্ডটি এবং বিদেশী সংযোগকারীকে উচ্চমূল্যে লাইন রেন্ট দিতে হয় বলেই স্থানীয় প্রোভাইডারদের উচ্চ হার নেওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইন্টারনেটের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সংযোগ না থাকাই এর অন্যতম কারণ।

দেশে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ডঃ হক দেশের সব ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের মিলিত হয়ে একটা সংগঠন তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই কেবল বর্তমান বিরাজমান সমস্যাগুলো দূর করা সম্ভব হবে। ইন্টারনেট সার্ভিস পরিচালনার ব্যয়ভার যেন কমে আসে সে জন্যে তিনি সরকারের প্রতি ভিস্যাটের ভাড়া কমানো, এই সার্ভিসকে ভ্যাট এর আওতাভুক্ত না করা এবং অন্যান্য নতুন শিল্পউদ্যোগের মতো ট্যাক্স হলিডের সুবিধা দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাঁদের নেটয়ার্কের ডোমেন নেম সার্ভারের অবস্থান ঢাকাতে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কমপিউটার জগৎসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অন-লাইন ইন্টারনেট সার্ভিস শুধু ইন্টারনেটের তথ্য ভাণ্ডার প্রবেশের জন্যই চাওয়া হয় নাই। দেশে রপ্তানিমুখী ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়ারে শিল্প বিকাশের জন্যেও ইন্টারনেট সংযোগের দাবী তোলা হয়েছিল। ঢাকায় সফটওয়্যার রপ্তানী বিষয়ক সেমিনারে ইউনিডোর বিশেষজ্ঞ জানিয়েছিলেন যে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়া আন্তর্জাতিক সফটওয়ার বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। দেশে বর্তমানে ইন্টারনেট সার্ভিস চালু হওয়ায় ডঃ হক তার নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে এখন যদি দেশে সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশ ঘটে তবেই সার্ভিস প্রোভাইডারসহ এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সামগ্রিক সাফল্য আসবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে দেশে সফটওয়্যার শিল্প আশানুরূপভাবে গড়ে উঠছে না। দেশে সফটওয়্যার কপিরাইট আইন কার্যকর না করার ফলে এই অচলাবস্থা বিরাজমান।

তাই দেশে ইন্টারনেট সার্ভিসের যথাযথ প্রয়োগের সুফল পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে দেশে কপিরাইট আইনের সুষ্ট প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন না সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেই পর্যন্ত কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান দেশে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সুবিধায় ব্যাপার জেনেও বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সফটওয়ার ডেভেলপ করার চুক্তি করবে না।

ইন্টারনেট সপ্তাহের ৫ম দিনে উচ্চতর শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন বুয়েটের অধ্যাপক ডক্টর কায়কোবাদ। নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স বিভাগের কো-অরডিনেটর ডক্টর এ.এল. হক ও একটা সেমিনার পেপার উপস্থাপন করেন।

ইন্টারনেট সপ্তাহের বাড়তি আকর্ষণ ছিল জাভা প্রোগ্রামিং এবং ইন্টারনেট ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের উপর সংক্ষিপ্ত কোর্সের ব্যবস্থা। কোর্স দুটো পরিচালনা করেছিলেন ডঃ মাসুম জেড হাসান। ●